জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
website: www.jb.com.bd

রিটেইল কাষ্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩

আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৪/১৭

তারিখ ঃ ২৪/০৮/২০১৭ খ্রিঃ
০৯ ভাদ্র ১৪২৪ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় ঃ সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

সম্প্রতি বন্যার কারণে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলের ঋণগ্রহীতা বিশেষতঃ কৃষি এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো উদ্যোক্তাগণ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তা ছাড়া, বন্যার কারণে আয় উৎসারী কর্মকান্ড বন্ধ থাকায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট প্রদান করে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হবে না। ফলে উক্ত খাতসমূহের ঋণ বিরূপভাবে শ্রেণীকৃত হবে বিধায় নতুন ঋণ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মন্থরতা দেখা দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৩ তারিখ ঃ আগস্ট ২২, ২০১৭ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে ঃ উদ্ধৃত

"১. ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষেত্র বিশেষে ডাউন পেমেন্ট এর শর্ত শিথিলপূর্বক স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে;

২. এ ধরনের ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে;

৩. বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো উদ্যোক্তাগণ যাতে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে যথাসময়ে নতুন ঋণ সুবিধা পেতে পারেন সে লক্ষ্যে কোন অর্থ (compromised amount) জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে; এবং

৪. সার্টিফিকেট মামলা (যদি থাকে) সমঝোতার (সোলেনামা) মাধ্যমে স্থগিত/নিষ্পত্তিপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে।

উল্লিখিত নির্দেশনা ব্যতীত বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫/২০১২ ও ০৬/২০১৩ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং উল্লিখিত পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ প্রদান সুবিধা আগামী জুন ৩০, ২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।" অনুদ্ধৃত

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত নির্দেশনা ব্যতিত বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫/২০১২ (অত্র ব্যাংকের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ৪২২/১২) ও ০৬/২০১৩ (অত্র ব্যাংকের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ৪৬৩/১৩) এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

যেহেতু উক্তরূপে পুনঃতফসিলের সুবিধা আগামী জুন ৩০, ২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, সেহেতু অনতিবিলম্বে পুনঃতফসিলযোগ্য সকল স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলকরণের যাবতীয় কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে। ঋণ পুনঃতফসিলকরণ ও নতুন ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, ঋণ পুনঃতফসিলকরণের আবেদন পত্রের নমুনা (সংযুক্তি-১) এবং সার্টিফিকেট মামলা (যদি থাকে) সমঝোতার (সোলেনামা) মাধ্যমে স্থগিত/নিষ্পত্তিপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলকরণের লক্ষ্যে সোলেনামার নমুনা (সংযুক্তি- ২ ও ৩) এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হল। তা ছাড়া বিভাগীয় ও এরিয়া প্রধানগণকে শাখা কর্তৃক উপর্যুক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা, তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হল। এতদ্ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শাখায় একটি রেজিস্টারে নিম্নোক্ত 'ছক' মোতাবেক সঠিক তথ্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক এরিয়া অফিস তাদের আওতাধীন শাখাসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করতঃ প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

'ছক'

(টাকার অঙ্কে)

শাখার নাম	স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও পল্লী খাতের আওতায়				ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ				সোলেনামার মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা স্থগিত/নিষ্পত্তির	
	পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন বিতরণকৃত ঋণের		পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন বিতরণকৃত ঋণের			
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মোট										

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ মোস্তফা কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল জব্বার
মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তি-১
আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৪/১৭ এর সংযুক্তি।

তারিখ ঃ .....

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
.....শাখা
..... ।

বিষয় ঃ স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন।

জনাব,

আমি/আমরা আপনার ব্যাংক শাখা হতে বিগত ..... তারিখে ..... টাকা (কথায় ঃ .....) .....উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ গ্রহণ করিয়াছি। নানাবিধ অসুবিধার দরুন মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারি নাই। বর্তমানে ব্যাংকের নিকট আমার/আমাদের দেনা সুদসহ ..... টাকায় দাঁড়াইয়াছে। **উক্ত দেনার মধ্যে ..... টাকা মাত্র অদ্য ..... তারিখে রশিদ মূলে ডাউন পেমেন্ট হিসাবে পরিশোধ করিয়া ঋণ হিসাবের বকেয়া পাওনা ..... টাকা মাত্র ১ম দফায় ২(দুই) বৎসর/২য় দফায় ১(এক) বৎসর/৩য় দফায় ৬(ছয়) মাস এর জন্য পুনঃতফসিলিকরণের জন্য আবেদন করিলাম** (ডাউন পেমেন্ট শিথিল করে ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে)/উক্ত দেনা/বকেয়া পাওনা বাবদ ..... টাকা ১ম দফায় ২(দুই) বৎসর/২য় দফায় ১(এক) বৎসর/৩য় দফায় ৬(ছয়) মাস এর জন্য পুনঃতফসিলিকরণের জন্য আবেদন করিলাম (ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে)। পুনঃতফসিলকৃত টাকা আগামী ..... তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিলাম।

অনুগ্রহপূর্বক আমার/আমাদের আবেদন বিবেচনা করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক

স্বাক্ষর ঃ
ঋণগ্রহীতার নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ভোটার আইডি নম্বর ঃ
মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) ঃ
ঋণ হিসাব নম্বর ঃ

সোলেনামা

(কার্টিজ পেপারে নির্ধারিত দরখাস্তের কোর্ট ফি দিয়ে সম্পাদন)

সংযুক্তি-২

(ঋণ পুনঃতফসিল করতঃ মামলা প্রত্যাহারের জন্য সোলেনামার নমুনা)

আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৪/১৭ এর সংযুক্তি।

মোকাম ঃ সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট আদালত, ...।
সার্টিফিকেট মোকদ্দমা নং .....।

১ম পক্ষ ঃ ব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড,.....শাখা,..... । ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক।

২য় পক্ষ ঃ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিগণের নাম ঃ .....
পিতার নাম ঃ..... মাতার নাম ঃ.....
গ্রাম ঃ..... ডাকঘর ঃ..... উপজেলা ঃ .....
জেলা ঃ ..... । ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ।

১ম পক্ষ কর্তৃক ..... তারিখে ২য় পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় বিগত ..... তারিখের হিসাবানুযায়ী ..... টাকা আদায়ের নিমিত্তে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেট মোকদ্দমা/মামলা নং ..... তারিখ ..... দায়ের করা হয়, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৩ তারিখ ঃ ২২/০৮/২০১৭ এর আলোকে মামলাটি উত্তোলন/প্রত্যাহার/নিষ্পত্তিপূর্বক ২য় পক্ষ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ কর্তৃক ঋণটি পরিশোধের নিমিত্তে পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিলে নিম্ন বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে উহাতে সম্মত হইয়া বিজ্ঞ আদালতে অত্র সোলেনামা দাখিল করিলাম।

শর্তাবলী ঃ

০১। ২য় পক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঋণের সমুদয় পাওনা আগামী ..... তারিখের মধ্যে এককালীন/বার্ষিক/ষান্মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবেন।

০২। ২য় পক্ষ হালনাগাদ মামলা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ..... টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

০৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত ঋণটির সমুদয় পাওনা উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের নিকট হতে ঋণের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে পুনরায় সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে/মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত হইবে।

০৪। মামলা/মোকদ্দমার খরচ ২য় পক্ষ বহন করিবেন।

০৫। অত্র সোলেনামার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট মামলাটি প্রত্যাহার/নিষ্পত্তি হইবে এবং অত্র সোলেনামার দরখাস্তটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশের একটি অংশ মর্মে গণ্য হইবে।

আমরা উভয় পক্ষ এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র সোলেনামার বিষয়বস্তু দেখিয়া, পড়িয়া, বুঝিয়া এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অত্র সোলেনামায় অদ্য ..... ইং তারিখে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নিজ নিজ নাম সহি সম্পাদন করিলাম।

সাক্ষীগণ | ১ম পক্ষ | ২য় পক্ষ

১।

২।

সোলেনামা

(কার্টিজ পেপারে নির্ধারিত দরখাস্তের কোর্ট ফি দিয়ে সম্পাদন)

সংযুক্তি-৩

(সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করতঃ মামলা প্রত্যাহারের জন্য সোলেনামার নমুনা)
আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৪/১৭ এর সংযুক্তি।

মোকাম ঃ সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট আদালত, ...।
সার্টিফিকেট মোকদ্দমা নং- .....।
১ম পক্ষ ঃ ব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ... শাখা, ...। ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক।
২য় পক্ষ ঃ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিগণের নাম ঃ .....
পিতার নাম ঃ ..... মাতার নাম ঃ .....
গ্রাম ঃ ..... ডাকঘর ঃ ..... উপজেলা ঃ .....
জেলা ঃ .....। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ।

১ম পক্ষ কর্তৃক ..... তারিখে ২য় পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় বিগত ..... তারিখের হিসাবানুযায়ী ..... টাকা আদায়ের নিমিত্তে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেট মোকদ্দমা/মামলা নং- ..... তারিখ ..... দায়ের করা হয়, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৩ তারিখ ঃ ২২/০৮/২০১৭ এর আলোকে মামলাটি উত্তোলন/প্রত্যাহার/নিষ্পত্তিপূর্বক ২য় পক্ষ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ কর্তৃক ঋণ হিসাবটি সমন্বয়ের নিমিত্তে সুদ মওকুফ সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিয়া সুদ মওকুফের আবেদন করিলে ১ম পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদ মওকুফের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের পরিশোধযোগ্য দায় ..... টাকা ..... তারিখের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে আরোপিত সুদের ..... % বাবদ ..... টাকা এবং অনারোপিত সুদ (সাধারণ ও দন্ড) এর ..... % বাবদ ..... টাকা মওকুফের অনুমোদন প্রদান করায় নিম্ন বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে উহাতে সম্মত হইয়া বিজ্ঞ আদালতে অত্র সোলেনামা দাখিল করিলাম।

শর্তাবলী ঃ

০১। ২য় পক্ষ সুদ মওকুফ সুবিধার আওতায় ঋণের পরিশোধযোগ্য দায় ..... টাকা নির্ধারিত সময়সীমা ..... তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

০২। ২য় পক্ষ হালনাগাদ মামলা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ..... টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

০৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ সুবিধার আওতায় ঋণের পরিশোধযোগ্য দায় ..... টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের নিকট হতে ঋণের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে পুনরায় সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে/মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত হইবে।

০৪। মামলা/মোকদ্দমার খরচ ২য় পক্ষ বহন করিবেন।

০৫। অত্র সোলেনামার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট মামলাটি প্রত্যাহার/নিষ্পত্তি হইবে এবং অত্র সোলেনামার দরখাস্তটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশের একটি অংশ মর্মে গণ্য হইবে।

আমরা উভয় পক্ষ এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র সোলেনামার বিষয়বস্তু দেখিয়া, পড়িয়া, বুঝিয়া এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অত্র সোলেনামায় অদ্য ..... ইং তারিখে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নিজ নিজ নাম সহি সম্পাদন করিলাম।

সাক্ষীগণ ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ

১।

২।